যুগান্তর

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible] ...

চিঠিপত্র

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সমন্বয়হীনতা

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের সমন্বয়হীনতার কারণ সুষ্ঠুভাবে বিষয়ভিত্তিক পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে— এ কথাটি মাউশি স্বীকার করে নিয়েই শিক্ষক সমন্বয়ের পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমন্বয়হীনতার জন্য দায়ী কারা? শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে অবশ্যই আমাদের এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। তা না হলে আমরা যতই শিক্ষক সমন্বয় করি না কেন, কিংবা যত পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন, তা কোনো কাজে আসবে না। জেলা পর্যায়ের ডাবল শিফটের জন্য ৫২ জন শিক্ষক এবং কোন বিষয়ের কতজন শিক্ষক তাও নির্ধারিত। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে সহকারী শিক্ষকদের পদসংখ্যা এক নয়। উপজেলা পর্যায়ে ৭-২৭ জন পর্যন্ত শিক্ষকের পদ রয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিবেচনা না করে ধর্মীয় শিক্ষকের শূন্যপদে ইংরেজি, আবার ইংরেজি শিক্ষকের শূন্যপদ ধর্মীয় শিক্ষক দ্বারা পূরণ করা হয়। খোদ ঢাকা শহরে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে দুজন শারীরিক শিক্ষকের বিপরীতে পাঁচজন শারীরিক শিক্ষক কর্মরত।

একজন শিক্ষক ভালো জায়গায় বদলির জন্য আবেদন করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে তো বদলি করেন শিক্ষা ভবন। এক বিষয়ের শূন্যপদে অন্য বিষয়ের শূন্যপদে বদলির জন্য ওই শিক্ষক দায়ী নন, দায়ী হল কর্তৃপক্ষ। উপজেলা পর্যায়ে যেখানে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে জেলা পর্যায়ে ৫২ জন শিক্ষক কর্মরত থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে উপজেলা থেকে জেলার সংযুক্তি দেয়া হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের ৫২ জন শিক্ষক থেকে ২-৩ জন শিক্ষককে উপজেলা পর্যায়ে সংযুক্তি হিসেবে দেয়া হলে উপজেলার পাঠদান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে আর জেলা পর্যায়ে ৫২ জনের মধ্যে ২-৩ জন কম থাকলেও পাঠদানে তেমন অসুবিধা হবে না। অথচ হচ্ছে এর উল্টোটা। শিক্ষা ভবনের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা না হলে শিক্ষার এ বেহাল দশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি